ডানক্যান প্রিচার্ড

জ্ঞানের স্বরূপ জিজ্ঞাসা

পরিকল্পনা ▮ ভাষান্তর ▮ সম্পাদনা

ডক্টর এম. মতিউর রহমান

অবসর

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এটি .... একটি মূল্যবান সংস্করণ .... এমন একটি বই যেখানে সমস্ত বিষয় স্পষ্ট ও সরল বিশ্লেষণে উপস্থাপিত হওয়ার পরও বিষয়বস্তুর মর্মমূল পর্যন্ত যথাযথভাবে ব্যাপৃত হয়েছে।

ফিন স্পাইসার, ইউনিভার্সিটি অব ব্রিস্টল, যুক্তরাজ্য

বইটি সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপিত, সুসংগঠিত এবং উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ কর্তৃক লিখিত।

মাইকেল লিঞ্চ, ইউনিভার্সিটি অব কানেক্টিকাট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

জ্ঞানের স্বরূপ জিজ্ঞাসা-য় জ্ঞান কী? জ্ঞান কোথা থেকে আসে? আমরা কি আদৌ কোনো কিছু জানি?

এই সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক প্রবেশিকায় জ্ঞানতত্ত্বের ওই তিনটি কেন্দ্রীয় প্রশ্নকে অবলম্বন করে জ্ঞানতত্ত্বের প্রধান রূপরেখা কোনো পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। চিরাচরিত বিতর্ক ও সমসাময়িক ধারণাগুলো চৌদ্দটি সহজবোধ্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, আর এর সঙ্গে আলোচিত প্রধান ধারণাগুলোর একটি সিদ্ধান্তমূলক সংক্ষিপ্তসার, প্রশ্নমালা ও পাঠ নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় সংস্করণটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে পরিবর্ধিত হয়েছে :

- নৈতিক জ্ঞান নিয়ে একটি নতুন অধ্যায়;
- একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টান্তকোষ;
- সুদূরপ্রসারী অধ্যয়ন ও গবেষণার সুবিধার্থে একটি বিস্তারিত পাঠ নির্দেশিকা;
- সদ্য পরিবর্ধিত অনলাইন ব্যবস্থার রচনাবলি নির্দেশিকা।

প্রত্যেকটি অধ্যায়ে এক বা একাধিক পাঠ-চতুষ্কোণ (টেক্সট বক্স) পাওয়া যাবে যেখানে কিছু প্রধান ধারণা, প্রখ্যাত দার্শনিক ও গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে স্নাতক স্তরের নবাগত ছাত্রছাত্রীদের কাছে বইটি জ্ঞানতত্ত্বের আদর্শ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গণ্য হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমি *What is this Thing Called Knowledge?* গ্রন্থটিতে যে মূল বিষয়গুলো সম্পন্ন করতে চেয়েছিলাম সেসবের মধ্যে অন্যতম বিষয়টি ছিল একটি খাঁটি প্রবেশিকা পাঠ্য গ্রন্থ উপস্থাপন করা যা সমসাময়িক জ্ঞানতত্ত্বের সর্বশেষ বিকাশ পর্যন্ত ব্যাপৃত হবে। জ্ঞানতত্ত্বের বিতর্কগুলোর স্বরূপ অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, তাই এর অর্থ হলো দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার আগে এই বইয়ের উৎকর্ষতা হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে কেউ এত দীর্ঘ অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। প্রথম সংস্করণটিকে সঞ্জীবিত করার গুরুতর একটি দৃষ্টান্ত হলো, এই সংস্করণটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যেই মুক্ত অনলাইন ব্যবস্থায় জ্ঞানতত্ত্বের রচনাবলি বিপুল সম্ভারে ভরে উঠতে থাকে। যারা দ্বিতীয় সংস্করণটি নিয়ে কাজ করবেন তারা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে উপকৃত হবেন যখন এখানে অতিরিক্ত অধ্যয়ন ও গবেষণা সামগ্রী খুঁজে পাবেন।

দ্বিতীয় সংস্করণে একটি কাঠামোগত পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে, যেহেতু তাতে নৈতিক জ্ঞানের উপর একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। এই অধ্যায়টি সংযোজিত হয়েছে এই গ্রন্থের এমন একটি অধ্যায়ের পরে যেখানে জ্ঞান অর্জনের উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, আর এর উদ্দেশ্য হলো এই বিষয়ে একটি মূর্ত দৃষ্টান্ত নিয়ে চিন্তা করা। অর্থাৎ যখন আমরা জ্ঞানের বিভিন্ন উৎসগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারি যে, জ্ঞান অত্যন্ত সাধারণ উপায়ে কীভাবে অর্জিত হয়, তখন আমরা ওই একই প্রশ্ন তুলতে পারি এক প্রকার সচরাচরভাবে প্রচলিত জ্ঞান সম্বন্ধে, যেমন নৈতিক জ্ঞান, আর আমরা তাতে বিবেচনা করতে পারি কীভাবে এই প্রকার জ্ঞান অর্জিত হয়। এই নতুন অধ্যায়টি সংযোজিত হয়েছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার সামর্থ্য অর্জনের সুবিধার্থে যে, আমরা নিজেদের যেসব জ্ঞানের অধিকারী বলে মনে করি সেসবের মধ্যে এক প্রকার জ্ঞানের স্বরূপ ও উৎস সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাভাবনা কীভাবে ওই প্রকার জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ী করে তোলে।

পরিশেষে আমি সেসব ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যারা আমার কাছে সারা বছরটি ধরে জ্ঞানতত্ত্বের প্রবেশিকা কোর্সের পাঠ গ্রহণ করেছে। এই বিষয়ে একটি ভালো প্রবেশিকা পাঠ্য গ্রন্থে কী কী থাকা প্রয়োজন এবং সেগুলো কীভাবে উপস্থাপন করলে সুবিধা হবে এই বিষয়ে আমার ধারণাকে পরিমার্জিত করতে তারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এই বইটি যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেই রূপ দিতে তারা একটি যথার্থ অর্থেই আমাকে সাহায্য করেছে।

অধ্যয়ন নির্দেশিকা

(কীভাবে বইটি ব্যবহার করা হবে?)

যথা সম্ভব ব্যবহারের উপযোগী করে এই বইটি পরিকল্পিত হয়েছে, যাতে এটি পাঠক-পাঠিকাকে সমগ্র জ্ঞানতত্ত্বের পথনির্দেশ দিতে পারে খুব কম ব্যতিব্যস্ত করে। বইটিতে আছে চৌদ্দটি অধ্যায়, যেগুলো আবার তিনটি প্রধান পর্বে বিভাজিত।

প্রথম পর্বে জ্ঞানতত্ত্বের সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, আর প্রশ্ন তোলা হয়েছে জ্ঞানের মূল্য কী সেই বিষয়ে (জ্ঞাতার মান্যতা দেয় কে?)। দ্বিতীয় পর্বে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে আমাদের জ্ঞান আসে কোথা থেকে (অর্থাৎ জ্ঞানের উৎস কোথায়) সেই বিষয়ে, আর জ্ঞান অর্জনে ও সংরক্ষণে প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির ভূমিকাও এই পর্বে বিবেচিত হয়েছে। এই পর্বটি শেষ হয়েছে এক বিশেষ প্রকার জ্ঞান হিসেবে নৈতিক জ্ঞানের আলোচনা দিয়ে, এবং এই জ্ঞান আমাদের আছে তা ধরে নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে এই জ্ঞানের উৎস কোথায়। তৃতীয় পর্বে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিশ্লেষণ করা হয়েছে, আর সবশেষে আলোচিত হয়েছে সংশয়বাদী যুক্তি, যার উদ্দেশ্য হলো এটাই দেখানো যে, জ্ঞান অর্জন, অন্ততপক্ষে বিশেষ এক ধরনের জ্ঞান অর্জন, অসম্ভব।

প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এবং একটি প্রশ্নমালা দেয়া হয়েছে। কোনো একটি অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়বস্তু নিয়ে যারা আরও বেশি অনুসন্ধান করতে চান তাদের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে কিছু পাঠ নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এর সঙ্গে মুক্ত অনলাইন ব্যবস্থায় লভ্য রচনাসম্ভারের ঠিকানাও উল্লেখ করা হয়েছে। (যদি কোনো শিক্ষার্থী জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়বস্তু নিয়ে আরও বেশি অধ্যয়ন করতে চান, তাহলে এই গ্রন্থের শেষে একটি সাধারণ পাঠ নির্দেশিকা পাবেন)। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের মধ্যে কিছু পাঠ-চতুষ্কোণ (টেক্সট বক্স) লক্ষ করবেন, যেখানে মূল আলোচনার কোনো বিষয় নিয়ে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়া হয়েছে, যেমন কিছু প্রখ্যাত ব্যক্তিসংক্রান্ত তথ্য।

যদিও যেখানে যতটা সম্ভব পরিভাষা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো পারিভাষিক পদের অর্থ না বুঝতে পারার কারণে শিক্ষার্থীদের চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ এই

গ্রন্থের শেষের দিকে একটি পরিভাষাকোষ সংযোজিত হয়েছে যেখানে সমস্ত পরিভাষার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। (কোন কোন পরিভাষার ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যাবে তা অধ্যায়গুলোর মূল আলোচনায় উজ্জ্বল অক্ষরে চিহ্নিত হয়েছে)। অনুরূপভাবে, যদি কোনো দৃষ্টান্তের বিবরণ কোনো শিক্ষার্থীর মনে না পড়ে তাহলেও তাতে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ এই গ্রন্থের শেষের দিকে একটি দৃষ্টান্তকোষ দেখতে পাওয়া যাবে যেখানে প্রধান দৃষ্টান্তগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

লেখক পরিচিতি

ডানক্যান প্রিচার্ড (1st Jan, 1974--) বর্তমানে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গের চেয়ার ইন এপিস্টেমোলজি পদে কর্মরত। তাঁর প্রধান গবেষণার বিষয় জ্ঞানতত্ত্ব। এই বিষয়ে সেন্ট অ্যানড্রিউজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভের পর এবং এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগে তিনি ইউনিভার্সিটি অব স্টারলিং-এ দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফিলিপ লিভারহাম পুরস্কারে সম্মানিত হন। তিনি ফেলোশিপের জন্য মনোনীত হন ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটি অব এডিনবার্গে। তাইওয়ানে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে বার্ষিক বক্তৃতামালা, *Soochow Lectures in Philosophy*-তে তিনি বক্তব্য রাখেন। তাঁর এই বক্তৃতামালা প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় *Epistemic Angst: Radical Scepticism and the Groundlessness of Our Believing* শিরোনামে। ডানক্যান প্রিচার্ড এখন এডিনবার্গের এইডিন *(Eidzn)* রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টর। তিনি সম্প্রতি বহু ব্যয়বহুল এইডিন রিসার্চ প্রজেক্টের পরিচালনা করছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি প্রজেক্ট হলো *interdisciplinary Templeton-funded projects* এবং *Marie Skłodowska-Curie European Training Network*। তাছাড়াও তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জার্নালের সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন।

তিনি বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধের লেখক। তাঁর মৌলিক রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো নিম্নরূপ :

- *Scepticism* (with A. Coliva), (Routledge, under contract).
- *Scepticism: A Very Short Introductisn,* (Oxford UP, 2019).
- *Epistemic Angst: Radical Scepticism and the Groundlessness of Our Believing,* (Princeton UP, 2015). (Introductisn) (Reviews) (Video)
- *Epistemological Disjunctivism,* (Oxford UP, h/bk 2012, p/bk 2014). (Introduction) (Reviews)

- *The Nature and Value of Knowledge: Three Investigations* (with Adrian Haddock and Alan Millar), (Oxford UP, h/bk 2010, p/bk 2012). (Reviews)
- *Epistemic Luck,* (Oxford UP, h/bk 2005, p/bk 2007). (Reviews)

এছাড়াও তিনি বহু পাঠ্য গ্রন্থের লেখক ও সম্পাদক। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো :

- *Philosophy, Science and Religion for Everyone* (with M. Harris), (Routledge, 2017).
- *What is this Thing Called Philosophy?,* (editor, Routledge, 2015). (Reviews)
- *Epistemology,* (Palgrave Macmillan, 2016).
- *Philosophy for Everyone,* (editor, with M. Chrisman, Routledge, 2013; 2nd ed. & nbsp; 2016). [Translated into Chinese, Turkish, Portuguese & Spanish].
- *Knowledge,* (Palgrave Macmillan, 1st/ ed. 2009).
- *Epistemology A-Z* (with M. Blaauw), (Edinburgh UP/Palgrave Macmillan, 2005).

সূচিপত্র

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা (মূল গ্রন্থের)
অধ্যয়ন নির্দেশিকা (কীভাবে বইটি ব্যবহার করা হবে)

প্রসঙ্গ-কথা ১-৩৪

প্রথম পর্ব : জ্ঞান কী? ৩৫-১১৮

১. প্রাকপ্রস্তুতি ৩৭
জ্ঞানের প্রকারভেদ ৩৭
জ্ঞানের দুটি প্রধান শর্ত : সত্যতা ও বিশ্বাস ৩৮
জ্ঞান বনাম নিছক সত্যবিশ্বাস ৪০
সত্যতা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ৪২

২. জ্ঞানের মূল্য ৪৬
জ্ঞানকে গুরুত্ব দিই কেন? ৪৬
সত্যবিশ্বাসের কার্যসহায়ক মূল্য ৪৬
জ্ঞানের মূল্য ৪৯
স্ট্যাচু অব ডিডেলুস ৫১
কিছু জ্ঞান কী স্বতঃই মূল্যবান? ৫৩

৩. জ্ঞানের সংজ্ঞার্থ ৫৯
মানদণ্ডের সমস্যা ৫৯
পদ্ধতিবাদ ও বিশেষবাদ ৬১
যুক্তিযুক্ত সত্যবিশ্বাস হিসেবে জ্ঞান ৬২
গেটিয়ারের দৃষ্টান্ত ৬৩
গেটিয়ার দৃষ্টান্তের উত্তর ৬৬
মানদণ্ডের সমস্যাটি ফিরে দেখা ৬৯

৪. জ্ঞানের কাঠামো ৭৩
জ্ঞান ও যুক্তিযুক্ততা ৭৩
যুক্তিযুক্ততার হেঁয়ালিপূর্ণ প্রকৃতি ৭৩
আগ্রিপ্পার ত্রয়সংকট ৭৬
অসীমবাদ ৭৬
সংসক্তিবাদ ৭৭
ভিত্তিবাদ ৮০

৫. বুদ্ধিবৃত্তি ৮৭
বুদ্ধিবৃত্তি যুক্তিযুক্ততা ও জ্ঞান ৮৭
জ্ঞানতাত্ত্বিক বুদ্ধিবৃত্তি এবং সত্যতার লক্ষ্য ৮৮
জ্ঞানতাত্ত্বিক বুদ্ধিবৃত্তির লক্ষ্য ৯১
জ্ঞানতাত্ত্বিক বুদ্ধিবৃত্তির গুরুত্ব ৯২
বুদ্ধিবৃত্তি ও দায়িত্ব ৯৪
জ্ঞানতাত্ত্বিক আন্তর্বাদ ও বহির্বাদ ৯৬
৬. সদ্গুণ ও বৃত্তিশক্তি ১০৪
বিশ্বাসযোগ্যতাবাদ ১০৪
বিশ্বাসযোগ্যতাবাদের পক্ষে গেটিয়ার সমস্যা ১০৫
সদ্গুণ জ্ঞানতত্ত্ব ১০৭
সদ্গুণ জ্ঞানতত্ত্ব এবং আন্তর্বাদ ও বহির্বাদের পার্থক্য ১১০

দ্বিতীয় পর্ব : জ্ঞান কোথা থেকে আসে? **১১৯-১৯১**
৭. প্রত্যক্ষ ১২১
প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞানের সমস্যা ১২১
পরোক্ষ বাস্তববাদ ১২৪
ভাববাদ ১২৬
অতীন্দ্রিয় ভাববাদ ১২৮
অপরোক্ষ বাস্তববাদ ১২৯
৮. আপ্তবাক্য (শব্দ প্রমাণ) এবং স্মৃতি ১৩৪
আপ্তবাক্যগত জ্ঞানের সমস্যা ১৩৪
পর্যবসানবাদ ১৩৭
বিশ্বাসপ্রবণতাবাদ ১৩৯
স্মৃতিজ্ঞানের সমস্যা ১৪২
৯. প্রাকসিদ্ধতা এবং অনুমান ১৪৯
প্রাকসিদ্ধ ও অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের সমস্যা ১৪৯
প্রাকসিদ্ধ ও অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের আন্তর্নির্ভরতা ১৫১
অন্তর্দর্শনলব্ধ জ্ঞান ১৫২
অবরোহ অনুমান ১৫৩
আরোহ অনুমান ১৫৪
অপরোহ অনুমান ১৫৫
১০. আরোহ অনুমানের সমস্যা ১৬১
আরোহ অনুমানের সমস্যা ১৬১
আরোহ অনুমানের সমস্যার সমাধান ১৬৩

আরোহ অনুমানের সমস্যা নিয়েই পথচলা I : মিথ্যাকরণ ১৬৪
আরোহ অনুমানের সমস্যা নিয়েই পথচলা II : প্রয়োগবাদ ১৬৭
১১. নৈতিক জ্ঞান ১৭৩
নৈতিক জ্ঞানের সমস্যা ১৭৩
নৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে সংশয়বাদ ১৭৪
নৈতিক জ্ঞান সম্বন্ধে সংশয়বাদ ১৭৮
নৈতিক জ্ঞানের স্বরূপ I : ধ্রুপদি ভিত্তিবাদ ১৮১
নৈতিক জ্ঞানের স্বরূপ II : বিকল্প ধারণা ১৮৪

তৃতীয় পর্ব : আমরা কি আদৌ কোনো কিছু জানি? ১৯৩-২৭২
১২. অপর মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়বাদ ১৯৫
অপর মনের অস্তিত্বের সমস্যা ১৯৫
উপমামূলক যুক্তি ১৯৬
উপমামূলক যুক্তির সমস্যা ১৯৮
অপর মনের অস্তিত্বসংক্রান্ত সমস্যার দুটি রূপ ১৯৯
অপর কারো মনের প্রত্যক্ষ ২০১
১৩. চরম সংশয়বাদ ২০৫
চরম সংশয়বাদী কূটাভাস ২০৫
প্রতিবন্ধক সূত্র ২০৮
সংশয়বাদ ও প্রতিবন্ধক ২০৯
সংবেদনশীলতার সূত্র ২১০
ম্যুওরীয়বাদ ২১১
নিরাপদ সূত্র ২১৩
প্রসঙ্গবাদ ২১৬
১৪. সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা ২২২
বস্তুনিষ্ঠতা, প্রতিবস্তুবাদ এবং সংশয়বাদ ২২২
অনুসন্ধানের লক্ষ্য হিসেবে সত্যতা ২২৪
প্রামাণ্য ও সত্যতার মূল্য ২২৬
সাপেক্ষিকতাবাদ ২২৮

সামগ্রিক পাঠ নির্দেশ ২৩৩-২৩৫
পরিভাষাকোষ ২৩৬-২৬৩
*দৃষ্টান্তকোষ*২৬৪-২৬৮

জ্ঞানের স্বরূপ জিজ্ঞাসা

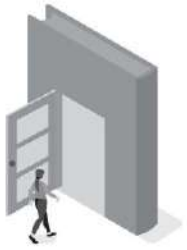

প্রসঙ্গ-কথা

প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে অনেকেই দর্শনের বিষয়বস্তুকে প্রধানত তিনভাগে বিন্যস্ত করে দেখার পক্ষপাতী। যথা: মানতত্ত্ব বা মূল্যবিদ্যা, পরাতত্ত্ব বা অধিবিদ্যা এবং জ্ঞানতত্ত্ব বা ধী-বিদ্যা। দর্শনের যে শাখায় সত্যম-শিবম-সুন্দরম – সত্য-মঙ্গল ও সুন্দর– এই আদর্শ বা মূল্যত্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ নিজ বিষয়বস্তুকে আলোচনা, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে তাকে বলে মানতত্ত্ব বা মূল্যবিদ্যা (Axiology)। আর দর্শনের যে শাখায় দ্রব্য, ঈশ্বর, আত্মা, কারণধর্ম, পরলোক প্রভৃতি বিমূর্ত অতীন্দ্রিয় বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে তাকে বলে পরাতত্ত্ব বা অধিবিদ্যা (Methaphysics)। পক্ষান্তরে, দর্শনের যে শাখায় জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞানের সীমা, জ্ঞানের বৈধতা, জ্ঞানের কাঠামো, জ্ঞানের শর্ত, জ্ঞানের বিষয়বস্তু, জ্ঞানের উৎস, জ্ঞানের কর্তা, জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করা হয় তাকে বলে জ্ঞানতত্ত্ব বা ধী-বিদ্যা (Epistemology)। ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় এই জ্ঞানতত্ত্ব বা ধী-বিদ্যা-ই 'প্রমাণশাস্ত্র' হিসেবে সর্বমহলে মান্যতার আসনে অধিষ্ঠিত।

জ্ঞানবিদ্যা

জ্ঞানবিদ্যা বা ধী-বিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Epistemology শব্দটির প্রথম ব্যবহারের মূলে ছিলেন জেমস্ ফ্রেডরিক ফেরিয়ার (১৮০৮-১৮৬৪)। এই স্কটিশ দার্শনিক তাঁর সুবিখ্যাত ***Institute of Metaphysics*** গ্রন্থে শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। আর তখন থেকেই শব্দটি বহুলভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে। এই Epistemology শব্দটি এসেছে গ্রিক episteme এবং Logos শব্দদ্বয় থেকে, যার বাঙলা অর্থ জ্ঞান এবং বিদ্যা। কাজেই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে Epistemology-র বাঙলা অর্থ দাঁড়ায় জ্ঞানতত্ত্ব বা জ্ঞানবিদ্যা। দর্শনের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখায় প্রধানত জ্ঞান কী বা কাকে বলে? জ্ঞানের স্বরূপলক্ষণ কী? কীভাবে বা কোন প্রণালিতে জ্ঞানকে বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করা যায়? বাচনিক জ্ঞান বলতেই বা কী বোঝায়? বাচনিক জ্ঞান বলতে আমরা সচরাচর কীসের নির্দেশ করে থাকি? জ্ঞান এবং লৌকিক বা প্রচলিত অভিমতের মধ্যে কী ধরনের অসদ্ভাব বিদ্যমান? জ্ঞানের

সঙ্গে বিজ্ঞানের আদৌ কোনো আন্তঃসম্পর্ক আছে কি? জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক আছে কি? জানা বলতে আসলে কী বোঝায়? বিভিন্ন অর্থে 'জানা' ক্রিয়াপদটির প্রয়োগকৌশল বলতে দার্শনিকেরা কী বুঝিয়ে থাকেন? পরিচিতিমূলক অর্থে 'জানা' বলতে দার্শনিকেরা কী বুঝিয়ে থাকেন? বর্ণনামূলক অর্থে জানার সঙ্গে পরিচিতিমূলক অর্থে জানার অসদ্ভাবকে আমরা কীভাবে প্রকাশ করতে পারি? দক্ষতা বা সামর্থ্য অর্থে জানা শব্দের অর্থ কী? বাচনিক অর্থে জানা বলতে কী বোঝায়? বাচনিক জ্ঞানের স্বরূপলক্ষণ ও শর্তাবলি কী? সত্যতার স্বরূপ, বিশ্বাসের শর্ত এবং যুক্তি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ বিষয়ক শর্ত বাচনিক জ্ঞানে কী এবং কেমন ভূমিকা পালন করে? এবং সর্বোপরি সবল অর্থে জানা এবং দুর্বল অর্থে জানার মধ্যে কেমন অসদ্ভাব বিদ্যমান? জ্ঞানের বিষয়বস্তু বিষয়ক মতবাদ হিসেবে কোনটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য? না-কি এগুলো একে অন্যের পরিপূরক? এ ধরনের নানাবিধ প্রশ্ন নিয়েই জ্ঞানতত্ত্ব বা ধী-বিদ্যার আলোচনা ও পর্যালোচনা আবর্তিত হয়।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, সাধারণ মানুষ জ্ঞানের মধ্যে কোনো অপূর্ণতা, অসারতা বা ত্রুটিবিচ্যুতির সদ্ভাব রয়েছে কি-না, তার কোনো চুলচেরা বিশ্লেষণ করে না এবং এ ধরনের বিচার বিশ্লেষণ সাধারণ মানুষের কাজও নয়। তাইজন্যে সাধারণ মানুষ এ ধরনের বিচার-ব্যাখ্যার ওপর আদৌ কোনো আদ্যতা দেন না। কিন্তু যারা দর্শনের ধারক, বাহক ও প্রচারক, যারা নিজেদের দার্শনিক বলে মান্যতা দানের পক্ষপাতী, তাঁরা এ বিষয়গুলো এড়িয়ে যেতে পারেন না। আর এ বিষয়গুলোই আলোচিত, পর্যালোচিত ও মূল্যায়িত হয় ধী-বিদ্যা বা জ্ঞানতত্ত্ব নামে দর্শনের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখায়। জ্ঞানবিদ্যার এই গুরুত্বকে মান্যতা দিয়েই সমীক্ষণবাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) জ্ঞানবিদ্যাকে দর্শনের মূলপর্ব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় প্রতীচ্যের দার্শনিক চিন্তাধারায় জ্ঞানবিদ্যা খুব একটা আদ্যতা না পেলেও আধুনিক চিন্তাধারায় জ্ঞানবিদ্যা বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই মান্যতা পায়। তাইজন্যে কান্ট দর্শনের সংজ্ঞার্থই প্রদান করেছেন জ্ঞানবিদ্যার আলোকে। তাঁর মতে, দর্শন হচ্ছে জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ও তার সমালোচনা। যোহান গটলিব ফ্রেগে (১৭৬২-১৮১৪)-ও দর্শনকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর মতে, দর্শন হলো জ্ঞানের বিজ্ঞান বা জ্ঞানবিজ্ঞান।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলে রাখা আবশ্যক যে, দর্শনে জ্ঞানবিদ্যা বলতে যে-কোনো ধরনের জ্ঞানসংক্রান্ত আলোচনা পর্যালোচনাকেই বোঝায় না। দর্শনে একটা বিশেষ অর্থে জ্ঞানবিদ্যা শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা দর্শনের কোনো একচেটিয়া কাজও নয়। দর্শন ছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক ও গভীরভাবে আলোচনা করা হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানেও এক ধরনের জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়। জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তিকে কেন্দ্র করে মনোবিজ্ঞানের আলোচ্যসূচি প্রধানত তিনটি ভাগে বিন্যস্ত যেমন: জ্ঞান বা চিন্তাবিষয়ক মনোবিজ্ঞানে আলোচিত জ্ঞানের সঙ্গে দর্শনে আলোচিত জ্ঞানের সুস্পষ্ট অসদ্ভাব বিদমান।

জ্ঞানবিষয়ক মনোবিজ্ঞানে চিন্তা বা জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হলেও এই জ্ঞান বা চিন্তারূপ বিষয়টি সম্পর্কে আদৌ কোনো সংশয় প্রকাশ করা হয় না। 'আমাদের জ্ঞান আদৌ সম্ভব কি না'– মনোবিজ্ঞান এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তোলে না, বরং জ্ঞান যে সম্ভব একথা অনেকটা বিনাবিচারেই প্রাকস্বীকৃত হিসেবে কবুল করে নেয়। সরলতম মানসবৃত্তি সংবেদন বিভিন্ন সম্ভাব্য স্তরের মধ্য দিয়ে জীবনের জটিল জ্ঞানে পরিণতি লাভ করে, তার দিক নির্দেশনা প্রদানই চিন্তা বা জ্ঞানবিষয়ক মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। কিন্তু আদৌ তা সম্ভব কি-না? জ্ঞানের শর্ত বা কাঠামো কী কী? কী কী শর্তের উপস্থিতিতে মানসক্রিয়া সম্পন্ন হয়, আর কী কী শর্তের অসদ্ভাবে বৈধজ্ঞানের কাঠামোটাই নড়বড়ে হয়ে যায়? জ্ঞানের কাঠামোকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায়? জ্ঞানের কাঠামোকে শক্তিশালী করতে কী কী শর্তের অনুসরণ প্রয়োজন? – এ নিয়ে চিন্তা বা জ্ঞানবিষয়ক মনোবিজ্ঞান আদৌ মাথা ঘামায় না। অবশ্য এ ধরনের কাজ তার আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্তও নয়। কিন্তু, দার্শনিকেরা এসব প্রশ্নের ওপর পর্যাপ্ত আদ্যতা দিয়ে আলোচনা শুরু করেন।

প্রকৃতকল্পে জ্ঞানবিদ্যা নামে দর্শনের যে শাখাটি নিয়ে বর্তমানে আমরা আলোচনা করছি, তার প্রকৃতি একটু ভিন্ন ধরনের। অন্যান্য জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা ও বর্তমান জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার বিভেদক লক্ষণ সুস্পষ্ট। দার্শনিকেরা যে জ্ঞানবিদ্যার কথা বলেন সেখানে জ্ঞানের সম্ভাবনাকে বিচারবিযুক্ত বা নির্বিচারে মেনে নেয়া হয় না। জ্ঞানরূপ ব্যাপারটি আদৌ সম্ভব কী-না, এ প্রশ্নের ওপর দার্শনিকেরা যথেষ্ট আদ্যতা প্রদান করেন। এখানেই অন্যান্য বিষয়ে আলোচিত জ্ঞানের সঙ্গে দর্শনে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত জ্ঞানের মূল অসদ্ভাবটি নিহিত। দার্শনিকেরা তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রশ্ন তোলে বলেন যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার স্বরূপলক্ষণের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাইজন্যে তারা প্রশ্ন তোলেন যে, জ্ঞানের স্বরূপলক্ষণ কী? জ্ঞানের তটস্থলক্ষণ বলতেই বা কী বোঝায়? এ দুই লক্ষণের মূল বিভেদ কী? যথার্থ বা বৈধজ্ঞানের শর্তাবলি কী? ঠিক কী কী বা কোন ধরনের শর্তের উপস্থিতিতে জ্ঞানক্রিয়া সম্পাদিত হয়? কোন ধরনের বা কী কী শর্তের অসদ্ভাব ঘটলে জ্ঞানক্রিয়া অবৈধ বা অযথার্থ বলে বিবেচিত হয়? বৈধ বা যথার্থ জ্ঞানের সঠিক মাধ্যম বা উৎসগুলো কী? যথার্থ বা বৈধ জ্ঞানে যুক্তিবিচার বা অভিজ্ঞতা, কার ভূমিকা কতদূর? জ্ঞান সত্য বা বৈধ হলো কী-না, তা আমরা কীভাবে জানতে পারি? এসব প্রশ্ন নিয়েই দার্শনিকেরা তাদের জ্ঞানবিদ্যা শাখায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে থাকেন।

আর এসব প্রশ্নের সঠিক ও সুনিশ্চিত উত্তর পেতে হলে আমাদের জ্ঞানক্রিয়ার গভীরে প্রবেশ করে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। বিজ্ঞানের বাহ্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ-নিরীক্ষণে জ্ঞানক্রিয়ার গভীরে আমরা প্রবেশ করতে পারি না। এখানেই দর্শনের দ্বারস্থ হতে হয়। দার্শনিকেরাই এ ধরনের প্রশ্নের গভীরে প্রবেশ করে বিচার-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় জ্ঞানকে অর্থবহ ও তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলতে পারেন। যুক্তিবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র থেকেও জ্ঞানবিদ্যাকে আলাদা করে দেখা প্রয়োজন। যুক্তিবিদ্যা বা

ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা যদিও যথার্থ চিন্তা বা জ্ঞানকে নিয়েই আবর্তিত হয়, তারপরও এই দুই বিদ্যার জ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট অসদ্ভাব বিদ্যমান। যুক্তিবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র জ্ঞানের সম্ভাবনাকে কবুল করে নিয়েই তার আলোচনায় অগ্রসর হয়। জ্ঞানের সম্ভাবনায় কোনো ধরনের সংশয় পোষণ না-করেই যুক্তিবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র কোন কোন বিধি অনুসরণ করলে আমাদের জ্ঞান যথার্থ বা বৈধ হতে পারে, তার দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কিন্তু দার্শনিকেরা কোনো অবস্থাতেই জ্ঞানের সম্ভাবনাকে পূর্ব থেকে কবুল করে নেন না। জ্ঞানের সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করেই দর্শনে জ্ঞানের বা জ্ঞানবিদ্যার প্রশ্নগুলো আবর্তিত হয়। দার্শনিকেরা শুরুতেই জানতে চান, যে জ্ঞান আমরা জানতে চাই সেই 'জ্ঞান' কথাটির সঠিক মানে কী? জ্ঞান আদৌ আমাদের অনুভবে ধরা দেয় কি? পরমসত্তার জ্ঞান কি আদৌ আমরা জানতে পারি? প্রাতিভাসিক বা প্রাপঞ্চিক জ্ঞান থেকে পরমসত্তার জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য বা বিভেদক লক্ষণ কোথায়? যুক্তিবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র যে চিন্তার নীতিমালাকে পূর্ব থেকে কবুল করে নিয়ে তার আলোচনায় অগ্রসর হয়, জ্ঞানতত্ত্ব বা ধী-বিদ্যায় এ ধরনের পূর্ব নির্ধারিত কোনো প্রাক-স্বীকৃতি নেই।

আধুনিক প্রতীচ্য দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার ওপর সর্বাধিক আদ্যতা প্রদান করা হয়। প্রতীচ্যের গ্রিক ও মধ্যযুগীয় দর্শনে জ্ঞানবিদ্যাকে তেমন কোনো মান্যতা দেয়া হয়নি। প্রতীচ্যের প্রাচীন গ্রিক দর্শন এবং মধ্যযুগীয় দার্শনিকেরা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সামর্থ্যকে কবুল করে নিয়েই তত্ত্বালোচনা শুরু করে দেন। তত্ত্বজ্ঞান আদৌ সম্ভব কী-না, এ প্রশ্ন তোলার প্রয়োজনীয়তা আছে বলেও তারা মনে করেননি। উদাহরণস্থলে এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন গ্রিক-দার্শনিকের নাম স্মরণ করা যেতে পারে। যেমন: থেলিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৪-৫৪৬) জলকে, এনাক্সিম্যান্ডার (খ্রিষ্টপূর্ব ৬১২-৫৪৫) সীমাহীন বা অন্তহীন সত্তাকে, এনাক্সিমিনিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৮-৫২৪), বায়ুকে, পিথাগোরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭০-৪৯৫) সংখ্যাকে, হিরাক্লিটাস (D/C-৫০০ BC) অগ্নি বা পরিবর্তনকে, পারমেনাইডিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫১৫-৪৪৫) স্থায়ী সত্তাকে, এম্পিডক্লিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯২-৪৩২) অগ্নি, মাটি, জল ও বাতাসকে এবং এনাক্সেগোরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০-৪২৮) নউস নামে এক ধরনের চেতন সত্তাকে নিখিল ভুবনের আদি উপাদান হিসেবে মান্যতা দিয়ে তত্ত্বালোচনা শুরু করে দেণ। এঁদের কেউই মানুষের জ্ঞানের সামর্থ্যের কোনো ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ না-করেই আদিতত্ত্বের আলোচনা শুরু করে দেন। এর ফলে তাঁদের দার্শনিক প্রস্থান এক ধরনের নির্বিচারবাদে পরিণতি লাভ করেছে। প্রতীচ্যের মধ্যযুগীয় দর্শনে বিচার-বিশ্লেষণের কোনো ভূমিকাই ছিলো না। প্লেটো-এরিস্টটল থেকে শুরু করে আধুনিক প্রতীচ্যের রেনে ডেকার্ট (১৫৯৩-১৬৫০), বেনেডিক্ট স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭), এবং গটফ্রেড উইলহেল্ম লাইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬) প্রমুখ দার্শনিকও জ্ঞানবিদ্যার ওপর তেমন কোনো মান্যতা না দিয়ে তত্ত্বালোচনা শুরু করেন। এর ফলে তাঁদের দার্শনিক প্রস্থানও নির্বিচারবাদে পরিণতি লাভ করে।

দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় জন লক (১৬৩২-১৭০৪)-কেই সর্বপ্রথম জ্ঞানবিদ্যার ওপর মান্যতা দিতে আমরা লক্ষ করি। তিনি তাঁর দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় জ্ঞানবিদ্যার